ভুমিকাঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয়সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান, পল্লী ও শহরাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদউন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখছে। একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশে গ্রামীন এলাকার যোগাযোগঅবকাঠামো ছিল অত্যন্ত নাজুক । আজ এলজিইডির মাধ্যমে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ডেরমাধ্যমে দেশের সবর্ত্র গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।আজ গ্রামের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করণ ও পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়ে কৃষকদের উৎপাদিতপন্যের ন্যায্য মূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে।এছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ ওদারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে ও এলজিইডি গুরুত্বপূর্নভুমিকা পালন করছে।বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থয়নে ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায়এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সিটিজেন চার্টার হল জনগণের সেবা পাওয়ার অধিকারের লিখিতসনদঃ এর মাধ্যমে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়ে বিদ্যমান সেবাসমুহের মান উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয় । সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে সেবা গ্রহনকারীদের যথাসময়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রশাসনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় । সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারী ও প্রদানকারীর মধ্যে পারস্পরিক আস্হা বৃদ্ধি পায় ।

এলজিইডি'র মূখ্য দায়িত্বাবলীঃ

- পল্লী ও নগর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ;
- গ্রোথসেন্টার/হাটবাজার উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পরিষদ ও পৌরসভাকে কারিগরী সহায়তা প্রদান;
- ইউনিয়ন, উপজেলা ও পৌরসভা প্লানবুক, ম্যাপিং ও সড়ক এবং সামাজিক অবকাঠামোর ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ;
- ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- জনপ্রতিনিধি, উপকারভোগী, ঠিকাদার, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলসমূহের সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ;
- ডিজাইন ও অন্যান্য কারিগরী মডেল, ম্যানুয়েল ও স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন;
- এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি;

এলজিইডি'র খাতওয়ারী প্রধান প্রধান কর্মকান্ডঃ

গ্রামীণ অবকাঠামোঃ

- সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/ পুর্নবাসন
- ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ
- গ্রোথ সেন্টার/হাট বাজার উন্নয়ন
- ঘাট/জেটি নির্মাণ
- ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ
- উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ
- ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী
- ক্ষুদ্র-ঋন কর্মসূচী
- কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়ন
- অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ

নগর অবকাঠামোঃ

- সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ
- নর্দমা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ
- বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ
- বাজার উন্নয়ন
- টাউন সেন্টার নির্মাণ
- স্যানেটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ
- টিউবওয়েল স্থাপন
- ক্ষুদ্র-ঋন কর্মসূচী
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম
- নগর পরিচালনা উন্নতিকরণ
- দারিদ্র বিমোচন
- নগর প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নঃ

- বাঁধ নির্মাণ
- স্লুইচ গেট নির্মাণ
- রাবার ড্যাম নির্মাণ
- খাল খনন ও পুনঃখনন
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ
- স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে (পাবসস) বিভিন্ন কারিগরী ও জীবিকা উন্নয়নেসহায়তা প্রদান

এলজিইডি'র প্রশাসনিক স্তরঃ

এলজিইডি'র বিস্তৃত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত উপায়ে প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক সারাদেশে বিস্তৃত আছে

§ এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী দাপ্তরিক প্রধান হিসাবে আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ অবস্থিত সদর দপ্তরে এলজিইডি দপ্তর পরিচালনা করছেন। তাছাড়া সদর দপ্তরে ৪জন অতিরিক্তপ্রধান প্রকৌশলী, ৭জন তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ১৭জন নির্বাহী প্রকৌশলীসহ মোট ১৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত আছেন । সদর দপ্তরে এলজিইডি'র কর্মকান্ড নিম্নবর্ণিত ইউনিটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকেঃ

- প্রশাসন
- পরিকল্পনা
- ডিজাইন
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্হাপনা (IWRM)
- পরিবেশ ব্যবস্হাপনা
- মনিটরিং ও মূল্যায়ন
- ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)
- জিআইএস (জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম)
- নগর ব্যবস্হাপনা
- মাননিয়ন্ত্রণ
- প্রশিক্ষণ
- রক্ষনাবেক্ষণ ব্যবস্হাপনা
- সড়ক নিরাপত্তা
- ক্রয় কার্যক্রম (Procurement)

· তথ্য ইউনিট

§ এলজিইডি'র কর্মকান্ড সারাদেশে ১০ টি অঞ্চল যেমনঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং ফরিদপুর অঞ্চলের মাধ্যমে বিস্তৃত । প্রতিটি অঞ্চলের দায়িত্বে রয়েছেন একজন তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী । প্রতিটি অঞ্চলে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অধীন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারীরয়েছেন-যারা অঞ্চলের আওতাভূক্ত জেলার ন্যস্ত প্রশাসনিক দায়িত্বসহ এলজিইডি'র কর্মকান্ডমনিটরিং ও তদারকী করে থাকেন;

§ ৬৪ টি জেলার প্রতিটি জেলা সদরে নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে ২জন সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী জেলার সকল এলজিইডি'র কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন । তাছাড়া বৃহত্তর জেলায় ১ জন মেকানিক্যাল প্রকৌশলী রয়েছেন;

§ ৪৮২ টি উপজেলার প্রতিটিতে উপজেলা প্রকৌশলীর নেতৃত্বে সহকারী উপজেলা প্রকৌশলীসহ মোট ১৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্মকান্ড ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনাসহ এলজিইডি'র কার্মকান্ড পরিকল্পনা ও তদারকারীতে নিবার্হী প্রকৌশলীকে সহযোগীতা করে থাকেন।